11

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...08 DEC 1994...

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক প্রসঙ্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষকের দুর্নীতির ঘটনা সম্প্রতি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অর্থনীতি বিভাগের এই দু'জন শিক্ষকের বিভিন্ন দুর্নীতির ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন ঐ বিভাগেরই শিক্ষকবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে। এর আগে শিক্ষকদের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটি মৌন মিছিল ভিসি'র কাছে যেয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। শিক্ষক দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপার তো রয়েছেই, একজনের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের নানাভাবে উত্যক্ত ও হয়রানি করারও অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত দু'জন শিক্ষককে একাডেমিক কমিটি শিক্ষাদান ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম থেকে বিরত রেখেছে। বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা কিছুদিন আগে ঐ দু'জন শিক্ষকের নানারকম কীর্তির কথা জানিয়ে লিফলেট বিলি করেছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষকরা তাদের দুই সহকর্মীর ব্যাপারে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে দেখা যায় তারা এ দু'জনের কার্যকলাপের ব্যাপারে যথেষ্টই অবহিত। না থাকবার কোন কারণও দেখি না। একজন অভিযুক্তকে একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্তে ইতিপূর্বে চার বছর কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু তিনি ক্ষমা চাওয়ায় তাকে নাকি আবার গ্রহণ করা হয়। এধরনের গুরুতর অভিযোগে একবার সাসপেন্ড করে ভেতরে ভেতরে আবার কাউকে মাফ করে দেয়া যে কোন কাজের কথা নয়, তা উক্ত শিক্ষকই প্রমাণ করেছেন। তিনি ফিরে এসে আরো জোরেশোরে নাকি তার পূর্বের কাজ শুরু করে দেন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে একজন বিভাগীয় শিক্ষিকা বলেছেন, অভিযুক্ত একজন শিক্ষকের আচরণে নাকি তিনি নিজেও একদা অস্বস্তিতে ছিলেন। শিক্ষকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে উক্ত দু'জনের চাকরিচ্যুতি চেয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এই দাবিটি ব্যতিক্রমধর্মী। আমাদের সমাজে ন্যায়–অন্যায় নির্বিশেষে সচরাচর নিজ পেশা বা গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের প্রতি সমর্থন জানাতেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ তাদের দু'জন সহকর্মীর অপকর্মের শাস্তি দাবি করে যে ভূমিকা নিয়েছেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আমরা বলি, ভিসি যেন অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে কোন দোদুল্যমানতায় না ভোগেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্যও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। অভিযোগ উঠেছে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে নাকি কোন লাভ হয় না। দুর্নীতিবাজরা স্বভাবতই প্রভাবশালী বলে তারা বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাব খাটান, অভিযোগ থেকে বেরিয়ে যান। অনেক সময় ওপর থেকে বলা হয়, নিজেরা মিটমাট করে ফেলুন– লোকে জানলে দুর্নাম হবে। এ ধরনের সমাধান ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপারে, বড়জোর পরিবারে চলতে পারে হয়তো, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় এমন মানসিকতার ঠাঁই হওয়া উচিত নয়। শিক্ষকরা সাক্ষাৎ দেবদূত হবেন এটা এখন আর কেউ আশা করে না। কিন্তু শিক্ষকতার এথিক্স কেউ না মানলে তাকে বরদাশ্‌ত না করাটাই কর্তব্য।